তারিখ ... 18 OCT 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৩ ...

দৈনিক
আমাদের সময়

বই ছাপানোর হালনাগাদ তথ্য নেই এনসিটিবিতে

এম এইচ রবিন ●

যথাসময়ে বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পৌঁছাতে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)। অক্টোবর মাসের অর্ধেক পেরিয়ে গেলও বই ছাপানোর কোনো অগ্রগতির প্রতিবেদন তৈরি করতে পারেনি এনসিটিবির দায়িত্বশীলরা। অনুমাননির্ভর তথ্যে কথা বলতে বিব্রত প্রতিষ্ঠানটির নির্বাহী কর্তাও।

যথাসময়ে পাঠ্যপুস্তক পৌঁছানো নিয়ে রয়েছে শঙ্কা

আগামী ২০১৭ শিক্ষাবর্ষে ৩৬ কোটি ১২ লাখ পাঠ্যবই প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। এসব বই ছাপানো, স্কুলে পৌঁছাতে ডেডলাইন ধরা হয়েছে ২০ ডিসেম্বর। কিন্তু অক্টোবরের ১৫ দিন এবং নভেম্বর পুরো মাসের সঙ্গে ২০ দিন মোট ৬৫ দিন বাকি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বই পৌঁছানোর। বিশাল এই মুদ্রণ কর্মযজ্ঞের হালনাগাদ পরিসংখ্যান নেই দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের কাছে।

এ বিষয়ে গতকাল দুপুরে এনসিটিবির বিতরণ নিয়ন্ত্রক মোশতাক আহমেদ ভূঁইঞা আমাদের সময়কে বলেন, এখনো মাঠ পর্যায়ের হালনাগাদ পরিসংখ্যান তৈরি হয়নি। তবে অনুমান করছি প্রায় ৯ কোটি ৯৮ লাখের মতো বই মুদ্রণ সম্পন্ন হয়েছে। কোন শ্রেণির কোন বিষয়ের বই তা বিস্তারিত তথ্য দিতে পারেননি এই কর্মকর্তা।

এনসিটিবির চেয়ারম্যান প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহার দপ্তরে যোগাযোগ করলে তিনি মিটিং আছেন বলে তার একান্ত সহকারী জানিয়ে দেন। গত ৬ অক্টোবর চেয়ারম্যানের কাছে পাঠ্যপুস্তক ছাপানোর হালনাগাদ তথ্য চাওয়া হলে ওইদিন তিনিও সুনির্দিষ্ট কোনো পরিসংখ্যান দিতে পারেননি। কেন হালনাগাদ পরিসংখ্যান তৈরি হয়নি– এমন প্রশ্নে বিব্রত বোধ করে তিনি বিতরণ নিয়ন্ত্রক মোশতাক আহমেদের সঙ্গে কথা বলার পরামর্শ দেন। টেলিফোনে এই কর্মকর্তাকে তথ্য দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেন চেয়ারম্যান। এর পরও হালনাগাদ কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে জানতে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম এরপর পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৩

বই ছাপানোর হালনাগাদ

(৩ এর পৃষ্ঠার পর) নাহিদের বক্তব্য পাওয়া যায়নি। বর্তমানে তিনি বিদেশে অবস্থান করছেন। তবে ৭ সেপ্টেম্বর এনসিটিবির কার্যক্রম পরিদর্শনকালে সাংবাদিকদের শিক্ষামন্ত্রী জানান, এবারও বছরের প্রথম দিন ১ জানুয়ারি পাঠ্যপুস্তক উৎসব দিবসে শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন বই তুলে দেওয়া সম্ভব হবে। মন্ত্রী জানান, আগামী বছরের প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক ছাপানো ও উপজেলা পর্যায়ে পৌঁছানোর কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। তবে গতকালও জানা গেছে প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যবই ছাপানো শুরু হয়নি, প্রক্রিয়াধীন আছে।

এনসিটিবির কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, যেসব কারণে যথাসময়ে পাঠ্যপুস্তক পৌঁছানো এনসিটিবির জন্য চ্যালেঞ্জ তা হলো- নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় কাগজ কর্ণফুলি পেপার মিল থেকে সরবরাহ না করা। এই প্রতিষ্ঠান থেকে পাঠ্যপুস্তকের কাগজ যথাসময়ে পাওয়া নিয়ে বহুবার দেনদরবার করতে হয়েছে এনসিটিবিকে। এরই মধ্যে কোনো কোনো পাঠ্যপুস্তক ছাপানোর কাজ নেওয়া কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে নিম্নমানের বই ছাপানোর অভিযোগ পাওয়া গেছে। কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে এনসিটিবির কর্মকর্তারা গিয়ে তৈরি করা নিম্নমানের বই নষ্ট করে ফের নতুন করে তৈরি করার নির্দেশ দিয়েছেন। এতে সময়ক্ষেপণ হচ্ছে।

বিষয়টি স্বীকার করে এনসিটিবির বিতরণ শাখার দায়িত্বশীল এক কর্মকর্তা জানান, সম্প্রতি এইচআর প্রিন্টিং প্রেসে তাদের মনিটরিং টিমের কাছে বিষয়টি দৃষ্টিগোচর হয়। তারা প্রায় ১৫-১৬ হাজার নিম্নমানের বই শনাক্ত করে এসব প্রেসের কাটিং মেশিনের সাহায্যে কেটে টুকরো-টুকরো করে নষ্ট করা হয়। এর পরিবর্তে নতুন করে বই তৈরির নির্দেশ দেন। জানা গেছে, আল নূর পেপার মিলসের একটি অঙ্গপ্রতিষ্ঠান হচ্ছে এইচআর প্রিন্টিং প্রেস। এ ছাড়া একই অভিযোগে সরকার প্রেস থেকে ৩৫ হাজার নিম্নমানের বই শনাক্ত করেছে এনসিটিবির কর্মকর্তারা।